



6742 - একগুঁয়মেদির করা কথিবা কোনে কিছু কয় করার জন্য নারীর বাহরিতে বরে হওয়া

প্রশ্ন

ময়েদেরে বাহরিতে যাওয়া সম্পর্কে লোকেরো বলে যে, ময়েদেরে বাহরিতে যাওয়ার জন্য আইনসঙ্গত কারণ থাকতে হবে; এটা শূনে আমি চিন্তিতি। সাধারণ কিছু প্রয়োজনে (কথিবা বধৈ বনিদেনরে জন্য) বাহরিতে যাওয়া কি হারাম হবে; যদি আমি পরপূর্ণ হজিবসহ বরে হই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলাম নারীর সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য এসছে। ইসলাম এমন কিছু বধিান আরোপ করছে যাতে করে নারীর এ অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা (নারীরা) তোমাদের ঘরে অবস্থান কর”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩] এ আয়াতরে ভিত্তিতে বলা যায়, মূল বধিান হলো- নারীরা ঘরে অবস্থান করবে; আবশ্যকীয় বিষয় কথিবা প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া ঘর থেকে বরে হবে না। ইসলাম নারীর ঘরে নামায পড়াকে মসজদিতে নামায পড়ার চয়ে উত্তম ঘোষণা করছে; এমন কিসেটো যদি মসজদিতে হারামও হয় না কনে।

এর অর্থ এ নয় যে, নারী ঘরে মধ্যে বন্দীদশায় পড়ে থাকবে। বরং ইসলাম নারীর জন্য মসজদিতে যাওয়া বধৈ রেখেছে। নারীর ওপর হজ্জ-উমরা, ঈদরে নামায ইত্যাদি আদায় করা ফরয করছে। এ ছাড়াও ইসলামী শরিয়ত নারীকে তার পরবিার-পরজিন, মোহরমে আত্মীয়-স্বজনকে দেখোর জন্য, আলমেদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসে করার জন্য বরে হওয়ার অনুমোদন দিয়ে। অনুরূপভাবে নারীদের প্রয়োজনে তাদেরকে বরে হওয়ার অনুমতি দিয়ে। তবে, উল্লেখিত প্রত্যেকেটি ক্ষেত্রে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মনিতি মনে বরে হতে হবে; যমেন- সফররে ক্ষেত্রে মোহরমে সাথে থাকা, নিজ এলাকার মধ্যে হলে রাস্তা নিরাপদ হওয়া, পরপূর্ণ পর্দাসহ বরে হওয়া, বপের্দা না হওয়া, সাজসজ্জা না করা, সুগন্ধি ব্যবহার না করা।

এ বিষয়ে কিছু শরয়ি দলিল উদ্ধৃত হয়েছে; যমেন-

ক. ইবনে উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “যদি তোমাদের কারো কাছে তার স্ত্রী মসজদিতে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে বাধা দিও না।”[সহি বুখারী (৮২৭) ও সহি মুসলিম (৪৪২)]

খ. আব্দুল্লাহর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন: “তোমাদের



কটে যদি মসজিদে আসতে চায় তাহলে সে যেনে সুগন্ধিনা মাখে”[সহি মুসলিমি (৪৪৩)]

গ. জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার খালার তলাক হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর খজের পাড়তে গেলেন। বাহরি আসার কারণে এক লোক তাঁকে ধমক দলি। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: অবশ্যই; তুমি তোমার খজের পাড়বে। হতে পারে এর থেকে তুমি সদকা করবে কিংবা কোন ভাল কাজে লাগাবে।”[সহি মুসলিমি (১৪৮৩)]

প্রশ্নে যে বনিদোদনের ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বনিদোদনের মধ্যে বগোনা পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ থাকতে পারে, কিংবা গায়রে মোহরমে এর সাথে সফর হতে পারে কিংবা প্রয়োজন ছাড়া বেশি বেশি বাহরি যাওয়া হতে পারে; তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যিক। অর্থাৎ বনিদোদন সত্যিকার অর্থে বৈধ বনিদোদন হতে হবে এবং আল্লাহর শাস্তি আবশ্যিককারী যাবতীয় হারাম মুক্ত হতে হবে। যদি নারী এমন কোন স্থানে বসে হন যখন হারাম কিছু নাই এবং বেশি বেশি বসে না হন তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই।

আমরা আল্লাহর কাছে পুত- পবিত্রতা, আত্মসংরক্ষণ ও ভাল দ্বীনদারি অর্জনের প্রার্থনা করছি। আমাদের নবী মুহাম্মদকে ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।